DhakaProbe
সময়ের সাথে, সত্যের পথে

সত্যের সাথে, সত্যের পথে

সংবাদপত্র সংস্করণ (PDF) তৈরি: 16 Aug 2026, 05:15 AM

খেলা

২০২৭ বিশ্বকাপের ১২ ভেন্যু চূড়ান্ত

প্রতিবেদক: ক্রীড়া ডেস্ক
প্রকাশের তারিখ: শুক্রবার, ৩১ জুলাই ২০২৬, ০৮:৩৮ PM

জোহানেসবার্গে জমকালো এক লঞ্চিং ইভেন্ট দিয়ে ঘোষণা করা হলো ২০২৭ বিশ্বকাপের আয়োজক শহরগুলোর নাম। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার ১২টি শহরের হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপের চতুর্দশ আসর। এই বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড ও থিমও জানানো হয়েছে এই আয়োজনের মাধ্যমে।

২৪ বছর পর ওয়ানডে বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়েতে। নামিবিয়া বিশ্বকাপ আয়োজনের স্বাদ পাবে প্রথমবার।

বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড চূড়ান্ত করা হয়েছে এবার মেইক দা সার্কল বিগার এবং থিম হলো থ্রি নেশন্স, ওয়ান হার্টবিট।

অনুষ্ঠানে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রায়েম স্মিথ, মাখায় এনটিনি, হাশিম আমলা, টেম্বা বাভুমা কাগিসো রাবাদার মতো সাবেক ও বর্তমান তারকারা। জিম্বাবুয়ের প্রতিনিধি ছিলেন হ্যামিল্টন মাসাকাদজা, নামিবিয়ার ছিলেন রুডলফ ইয়ানেস ফন ফুরেন।

ইনান্ডা পোলো ক্লাবে এই বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন শীর্ষ ক্রিকেট কর্তারা। বিশ্বকাপের ব্র্যান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গোলাকার আফ্রিকান বাটি। দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে, এই স্বতন্ত্র, গোলাকার এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রতীকী বোনা বাটি ও ঝুড়িগুলো দৈনন্দিন জীবন ও ঐতিহ্যে ভূমিকা পালন করেছে, যা ঐতিহাসিকভাবে ফসল, উপহার এবং নৈবেদ্য নিবেদনের জন্য ব্যবহৃত হতো। এগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলকতা, সম্প্রদায় এবং আতিথেয়তার প্রতীক, যা দক্ষিণ আফ্রিকার পরিচয় ও আবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিকেট উদযাপনের জন্য বিশ্বকে এই বৃত্তে স্বাগত জানায়। এই বিশ্বকাপের লক্ষ্য হলো আফ্রিকার সেরা ক্রিকেট উপভোগ করার জন্য বিশ্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মেইক দা সার্কেল বিগার বা বৃত্তটিকে আরও বড় করা।

বিশ্বকাপের ৫৪ ম্যাচের বেশির ভাগই হবে অনুমিতভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে আটটি শহরে হবে খেলা-জোহানেসবার্গ, সেঞ্চুরিয়ন, ডারবান, গেবেখা (আগে যেটির নাম ছিল পোর্ট এলিজাবেথ), কুগোম্পো সিটি (আগে যেটির নাম ছিল ইস্ট লন্ডন), কেপ টাউন, পার্ল এবং ব্লুমফন্টেইন।

ফাইনাল ম্যাচটি হবে জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডারার্স কিংবা কেপ টাউনের নিউল্যান্ডস স্টেডিয়ামে।

জিম্বাবুয়েতে হবে সাত থেকে দশটি ম্যাচ। সেখানে মূল দুই ভেন্যু হারারে স্পোর্টস ক্লাব ও বুলাওয়ায়ো কুইন্স স্পোর্টস ক্লাব মাঠের পাশাপাশি খেলা হবে ভিক্টোরিয়া ফলস স্টেডিয়ামে। ১০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার স্টেডিয়ামটির নির্মাণ কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। এই বছরের শেষ নাগাদ স্টেডিয়ামটি উদ্বোধন করা হবে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ হবে। আগামী বছরের শুরুতে সেখানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের লক্ষ্য আছে।

নামিবিয়ার উইন্ডহুকে হবে অন্তত তিনটি ম্যাচ।

প্রস্তুতি ম্যাচগুলি হবে বেনোনি ও পচেফস্ট্রুমে। এই দুই ভেন্যু ও নামিবিয়া মিলিয়ে হবে বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব। আগামী বছরের শুরুতে হবে সেই বাছাইপর্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার মূল ভেন্যুগুলো তখন ব্যস্ত থাকবে এসএ টোয়েন্টিতে।

আগামী বছরের ৪ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়টি ধরে রাখা হয়েছে বিশ্বকাপের জন্য।

এ বিভাগের আরও খবর

ডারউইন টেস্টে ইতিহাস গড়তে বাংলাদেশের দরকার ৫৭ রান

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইতিহাস গড়ার হাতছানি বাংলাদেশের সামনে। ডারউইন টেস্টে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮৪ রানে অলআউট করে জয়ের জন্য ৫...

তৃতীয় দিনের প্রথম সেশন শেষে বাংলাদেশের লিড ২১৯

মেহেদী হাসান মিরাজের ছক্কায় তৃতীয় দিনের প্রথম সেশন শেষ করল বাংলাদেশ। লাঞ্চের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের লিড দাঁড়িয়েছে ২১৯ রানের। ১৩...

মিরাজের ফিফটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪০০ পেরোল বাংলাদেশ

ডারউইনের মারারা স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দারুণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাংলাদেশ। দলীয় সংগ্রহ ৪০০ রান পেরিয়েছে। একই সঙ্গে লিডও ছাড়িয়েছে ২০০ র...

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তানজিদের ইতিহাসগড়া সেঞ্চুরি

অবশেষে সঙ্গী পেলেন শাহরিয়ার নাফিস। শেষ হলো তাঁর ২০ বছরের অপেক্ষা। একই সঙ্গে অপেক্ষার অবসান হলো বাংলাদেশেরও।অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা...

Copyright Dhaka Probe

অনলাইন সংস্করণ পড়তে ভিজিট করুন: https://dhakaprobe.com/sports/2027-bishbkaper-12-bhenju-churant